পুরুষস্থাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারোজজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ ॥ ৬৪ ॥

যেমন আবির্হোত্র যোগীন্দ্র বৈদিক ও তান্ত্রিকবিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি, অগ্রে ১১।৫ অধ্যায়ে বিদেহ মহারাজের প্রশ্নে ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ যাহারা শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তি করে না, তাহাদের দুর্গতি বর্ণন প্রসঙ্গেও বিষ্ণুভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দেখান হইয়াছে। প্রশ্নের অর্থ ইহাই—হে আত্মতত্ত্বজ্ঞ-চূড়ামণিবৃন্দ! প্রায়শঃ মানব ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজন করে না, সেইসকল অজিতেন্দ্রির অশান্তকাম মানবগণের কি গতি হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচমস যোগীন্দ্র বলিলেন—যেমন দ্বিতীয় পুরুষের মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহুদেশ হইতে সত্ত্ব-রজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে রজস্তমোগুণে বৈশ্য, চরণ হইতে তমোগুণে শূদ্র—এইপ্রকারে চারিটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয়দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে বানপ্রস্থ, মস্তক হইতে সন্ন্যাস-আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারিটি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা নিজ পিতা, গুরু ও শ্রীভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে ভজন না করিয়া অনাদর করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃদ্রোহী ঈশ্বরদ্রোহী ও গুরুদ্রোহী পাতকী। সেই পাতকে তাহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম হইতে অধঃপতিত হইয়া নানাপ্রকারে গর্ভযাতনা প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বং শ্রীদ্রবিড়োপদেশেঽপি দেবকৃত-শ্রীনারায়ণস্তুতৌ—ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। নান্যস্য বর্হিষি বলিং দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নিত্যুক্তম্। তত্র চ যজ্ঞে স্বভাগান্ তু মাৎসর্য্যেন তৎকৃতাস্তে ভবন্তি কিন্তু যদীতি নিশ্চয়ে যদি বেদাঃ প্রমাণম্ ইতিবৎ নিশ্চিতমবে ত্বং তেষামবিতেতি ত্বাং সেবমানো বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি পদঞ্চ ধত্তে প্রত্যুত তমেব সোপানমিব কৃত্বা ব্রজতীত্যর্থঃ। তদেবং শ্রুত্বা সংসার এব তিষ্ঠতাং যৎ পর্য্যবসানং ভবেত্তৎ পৃষ্টং ভগবন্তমিত্যাদিনা। তত্রোত্তবয়ন্ প্রথমং তেষাং প্রত্যবায়িত্বমাহ মুখেতি পাদোনদ্বয়েন। পর্য্যবসানমাহ স্থানাদিতি পাদেন ॥ ১১ ॥ শ্রীচমসো বিদেহম্।

পূর্ব্বে ১১।৪ অধ্যায়ে শ্রীদ্রবিড় যোগীন্দ্রকৃত উপদেশে দেবগণকৃত শ্রীনারায়ণের স্তুতি-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রকার উক্তি আছে—হে প্রভো! যাহারা তোমাকে সেবা করে, তাহাদের দেবগণকৃত রাশি রাশি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবগণ যে তোমার ভক্তগণের প্রতি বিঘ্ন আচরণ করে, তাহার কারণ—যাহারা তোমার চরণকমল ভজন করে, তাহারা দেবগণের নিজ নিবাস স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া তোমার পরমস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমন